সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

08-September-2016

কোরবানীর
ফযীলত ও মাসআলা

(BANGLA)

কোরবানীর ফযীলত ও মাসআলা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ পাক আমার নিকট পৌঁছে থাকে, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাছাড়াও তার জন্য ১০টি নেকী লিখা হয়।" **(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, হাদীস নং-১৬৪২)**

গড় ছে হো বেহদ কছুর তুম হো আফুও ওয়া গফুর,
বখশীশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নিচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নকে সত্যি করে দেখালেনঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্ব সেই মোবারক মাস, যাতে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় খলীল, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর প্রিয় সাহেবজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল যবিহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সাথে নিয়ে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির এমন এক দৃশ্যের অবতারনা করলেন, যার উদাহরণ পাওয়া যায় না। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যিলহজ্ব মাসের অষ্টম (৮) রাতে স্বপ্নে দেখলেন, যেখানে কেউ বলছিলো: "নিঃশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** তোমায় নিজের সন্তানকে জবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন।" নবম (৯) রাতে আবারও সেই স্বপ্ন দেখলেন, দশম (১০) রাতেও একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সকালে এই স্বপ্নের উপর আমল করার অর্থাৎ নিজ সন্তানকে কোরবানি করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। **(তাফসীরে কবীর, ৯/৩৪৬। ছেলে হলে এমন, ৪,৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

যখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই সম্পূর্ণ ঘটনা নিজের ছোট্ট সন্তান হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে বললেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র ফরমান হচ্ছে; "আমি যেন তোমাকে জবেহ করে দিই।" এবার তুমি বলো! তোমার কি রায়? হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজেও **আল্লাহ্ তাআলা**র সকল আদেশ অবনত মস্তকে মান্যকারী ছিলেন, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যেই উত্তর দিয়েছিলেন তা কোরআনে পাকে পারা ২৩, সূরা আস সাফ্ফাত এর ১০২ নম্বর আয়াতে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললো, 'হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, **আল্লাহ্** ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন'।

আমাকে রশি দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে নিন

তাফসীরে খাযেনে রয়েছে; হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর সম্মাণিত পিতাকে আরয করলেন: "আব্বাজান! জবেহ করার পূর্বে আমাকে রশি দিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিন। যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। কেননা, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার সাওয়াবের পরিমাণ যেন কমে না যায় এবং আমার রক্তের ছিটা থেকে আপনার কাপড়কে বাঁচিয়ে রাখবেন যাতে তা দেখে আমার আম্মাজান চিন্তিত না হয়। ছুরি খুব ধারালো করে নিন, যাতে আমার গলায় ভালভাবে চলে (অর্থাৎ গলা তাড়াতাড়ি কেটে যায়) কেননা, মৃত্যু অনেক কঠিন হয়ে থাকে। আপনি আমাকে জবেহ করার জন্য উপুড় করে শুয়াবেন (অর্থাৎ চেহারাকে জমিনের দিকে করে রাখবেন) যাতে আপনার দৃষ্টি আমার চেহারার দিকে না পড়ে আর যখন আপনি আমার আম্মাজানের নিকট যাবেন তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবেন এবং যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে আমার জামা তাঁকে দিয়ে দিবেন। এতে তিনি সান্তনা পাবেন এবং ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন।" হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: "হে আমার পুত্র! **আল্লাহ্ তাআলা**র আদেশ পালন করার জন্য তুমি আমার কতই উত্তম সাহায্যকারী হয়ে গেলে।"

www.dawateislami.net

অতঃপর যেভাবে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বলেছেন, সেভাবে তাঁকে বেধেঁ নিলেন, নিজের ছুরি ধারালো করলেন। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। তাঁর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন এবং তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ছুরি তার কাজ করল না অর্থাৎ গলা কাটলো না।

(তাফসীরে খাযিন, ৪/ ২২, সংক্ষেপিত)

জান্নাতী দুম্বা এবং মোবারক বাক্যের সমষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জবেহ করার জন্য জমিনে শুইয়ে দিলেন তখন **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বিনিময় স্বরূপ জান্নাত থেকে একটি দুম্বা নিয়ে তাশরিফ আনলেন এবং দূর থেকে উচ্চ স্বরে বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر, যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই আওয়াজ শুনলেন তখন নিজের মাথা আসমানের দিকে উঠালেন এবং বুঝে গেলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং সন্তানের স্থানে বিনিময় স্বরূপ দুম্বা প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَر, যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এটা শুনলেন তখন তিনি বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ। এরপর থেকে এই তিন সম্মানীত ব্যক্তির মোবারক শব্দগুলো আদায় করার এই সুন্নাত কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে গেছে। **(বিনায়া শরহে হিদায়া, ৩য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মোবারক বাক্যকে তাকবীরে তাশরীক বলা হয় এবং তা যিলহজ্বের নবম তারিখ ফযরের নামায থেকে শুরু করে তের (১৩) তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যা মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা হয় তাতে উচ্চ আওয়াজে একবার তাকবীর বলা ওয়াজীব এবং তিনবার বলা উত্তম। তাকবীরে তাশরীক সালাম ফিরানোর পর অবিলম্বে বলা ওয়াজীব। তাকবীরে তাশরীক হলো:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৮২, তানবিরুল আবচার, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭১, দুররুল মুখতার ও রুদ্দুল মুহতার,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৩)

www.dawateislami.net

তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"ঈদের নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)"** এর ৯ ও ১০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই কোরবানিতে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল বিদ্যমান, সর্বপ্রথম তো এটা জানা গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহিম** এবং হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام দু'জনের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্যের কিরূপ উৎসাহ ছিলো যে, হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য নিজের সেই সন্তান, যাকে অনেক দোয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছেন, যে তাঁর চোখের মণি এবং অন্তরের প্রশান্তি ছিলো, কিন্তু তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সেই সন্তানকে কোরবানি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর সন্তান হোক এমনই, সেও **আল্লাহ্ তাআলা**র আদেশের কথা শুনে দুঃখিত ও ভীত হওয়ার পরিবর্তে খুশি ও উল্লাসে ফেটে পড়লো যে, আমার সৌভাগ্য যে **আল্লাহ্ তাআলা** আমার কোরবানি চেয়েছেন এবং আনন্দচিত্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি কোরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এ থেকে এটাও জানা গেলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন, যে যতই নিকটস্ত ও পছন্দনীয় হবে তার উপর পরীক্ষাও তত বেশি আসে, যেন এই পবিত্র স্বত্তাগণ তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে তার উপর আসা পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করে উপহার স্বরূপ **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যখন বান্দার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে কোন মর্যাদা স্থির হয় এবং সে এই মর্যাদা পর্যন্ত কোন আমল দ্বারা পৌঁছতে পারে না তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দৈহিক ভাবে, সম্পদ দ্বারা বা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় অবতীর্ন করে দেন, অতঃপর তাকে এই কষ্টের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন, এভাবেই সে **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে স্থিরকৃত মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।" **(আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, ৩/২৪৬, হাদীস নং-৩০৯০)**

www.dawateislami.net

তাছাড়া কোরবানি থেকে সন্তানের লালন এবং পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যেরও শিক্ষা পাওয়া যায়, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর চোখের মণিকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে, চরম পরীক্ষার মুহূর্তেও হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের পিতা-মাতার আনুগত্য করে আনন্দচিত্তে কোরবানি হওয়ার জন্য সম্মত হয়ে গেলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরবানি করার জন্য তাকওয়া ও ইখলাস থাকা খুবই জরুরী। কেননা, যদি কোন নেক আমল মানুষকে দেখানোর জন্য এবং প্রকাশ ও প্রদর্শন বা অন্য কোন কারণে করা হয়, তবে তা কখনো কবুলিয়তের যোগ্য হবে না। যেমন- কোরআনে পাকে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দু'সন্তানের কোরবানির ঘটনা বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে আকলিমার বিয়ে দিতে চাইলেন, তখন কাবিল এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলো না এবং নিজে আকলিমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাকে বুঝালেন যে, আকলিমা তোমার বোন এবং তার সাথে তোমার বিয়ে হতে পারে না, কিন্তু কাবিল নিজের জেদের উপর অটল থাকলো। অবশেষে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আদেশ দিলেন যে, তোমরা দু'জন নিজ নিজ কোরবানি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে উপস্থিত করো। যার কোরবানি কবুল হবে সেই আকলিমাকে পাবে। সেই যুগে কোরবানি কবুল হওয়ার এই নিদর্শন ছিলো যে, আসমান থেকে একটি আগুনের খন্ড আসতো এবং যেই কোরবানি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কবুল হতো তা খেয়ে নিতো। সুতরাং কাবিল গমের কিছু শীষ এবং হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি ছাগল কোরবানির জন্য পেশ করলো। আসমানী আগুনের খন্ড হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কোরবানি খেয়ে নিলো এবং কাবিলের গমগুলো রেখে দিলো। এর কারণে কাবিলের মনে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো আর সে হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে হত্যা করার মনস্থির করলো এবং সে হাবিলকে বলে দিলো যে, আমি তোমাকে হত্যা করবো। হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললো; কোরবানি কবুল করা **আল্লাহ্ তাআলা**র কাজ এবং তিনি তাকওয়া ও ইখলাস সম্পন্নদের কোরবানি কবুল করেন, যদি তুমি মুত্তাকী হতে তবে অবশ্যই তোমার কোরবানি কবুল হতো।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবিলের কোরবানি তাকওয়া ও **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ছিলো না বরং তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আকলিমাকে আয়ত্ব করাই ছিলো, যখন সে তা পেলো না তখন হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে হত্যা করে দিলো। এ থেকে বুঝা গেলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আমলের কবুলিয়্যতের জন্য তাকওয়া ও ইখলাস থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা তো এমন যে, **প্রথমত:** নফস ও শয়তান আমাদের নেককাজ করতে দেয়ই না এবং যদি কোন নেকী করতে সফল হয়েও যাই, তবে শয়তান আমাদের ইবাদতকে নষ্ট করার জন্য নিজের পুরো শক্তি ব্যয় করে। হয়তো ইবাদতে কোন ভুল করিয়ে দেয় অথবা এই আমলে লৌকিকতা করিয়ে সেই আমলই নষ্ট করে দেয়। মনে রাখবেন! আমাদের কোরবানি এবং এছাড়াও অন্যান্য নেক আমল ইখলাস ও দৃঢ়তার সহিত **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা উচিৎ, যদি আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে, যশ খ্যাতি অর্জনের জন্য দামী পশু কোরবানি করি তবুও লোকেরা খুশি হবে না এবং বিভিন্ন ধরণের কথা রটিয়ে বেড়াবে। যেমন; কেউ কোরবানির জন্য তার এলাকায় সবচে দামী পশু কিনে আনলো, তবে লোকেরা তার সম্পর্কে এরূপ মন্দ ধারণা এবং গীবত করতে দেখা যাবে যে, একে দেখো! নাম কামানোর জন্য কত দামী পশু কিনে এনেছে, ভাই! এতো দামী পশু তো হালাল উপার্জন দিয়ে কখনোই কিনা সম্ভব নয়, হারাম উপার্জন দ্বারা কোরবানি করার কি দরকার!!। এখন যদি কেউ লোকের বিদ্রুপ ও কটাক্ষ থেকে বাঁচতে কোরবানির জন্য সস্তা পশু কিনে আনে তবে তখনো লোকেরা বলবে যে, নিজের সন্তানের বিয়েতে অহেতুক প্রথা পালনে পানির মতো টাকা খরচ করেছে কিন্তু যখন **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় খরচ করার সুযোগ এসেছে তখন তার পকেট থেকে টাকা বেরই হচ্ছে না, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এতো সম্পদ দান করেছে কিন্তু দেখো তো কোরবানির জন্য কেমন দুর্বল একটা পশু কিনে এনেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, কোরবানি করার সময় সবাইকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আপন **রব তাআলা**কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা এবং তাকওয়া ও ইখলাসের দিকে দৃষ্টি রাখা। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে সেই কোরবানি মকবুল হয়, যাতে তাকওয়া ও ইখলাস অর্ন্তভূক্ত থাকে।

www.dawateislami.net

নয়তো আমরা যে পশু কোরবানি করি, তার মাংস এবং অন্যান্য উপাদান আমরাই ভোগ করে থাকি। **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পশুর কোন অংশই পৌঁছায় না, **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তো কোরবানি দাতার ইখলাস ও তাকওয়া পৌঁছে। যেমন- পারা ১৭ সুরাতুল হজ্ব এর ৩৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্র নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌছে, না সেগুলোর রক্ত; হ্যাঁ, তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌছে থাকে।

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, মানুষকে দেখানো এবং নিজের নাম কামানোর উদ্দেশ্যে কখনোই কোন আমল না করা বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্যই নেক আমল করার অভ্যাস গড়া।

আতা করদে ইখলাস কি মুঝ কো নে'মত, না নজদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী!
মেরি জিন্দেগী ব্যস তেরি বন্দেগী মে, হি এ্যয় কাশ গুজরে সদা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-১০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্ব মাস তার বাহার ছড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগমন হতেই সুন্নাতে ইব্রাহিমের স্মরণ তাজা হয়ে যায়। প্রতি বছর অগণিত মুসলমান এই পবিত্র মাসে **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশ পালন, সুন্নাতে ইব্রাহিম ও সুন্নাতে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদায়ের জন্য প্রস্তুত হতে দেখা যায়। সকল সার্মথ্যবান মুসলমানের উচিৎ যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন এবং সুন্নাতে ইব্রাহিমীর নিয়্যতে এই মাসে হালাল সম্পদ থেকে কোরবানির ফরযকে আদায় করা। কেননা, এটা খুবই বড় একটি সৌভাগ্যের বিষয়। কোরআনে করীমে **আল্লাহ্ তাআলা** কোরবানির কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কোরবানি করুন। **(পারা-৩০, সুরা কাউসার, আয়াত-২)**

www.dawateislami.net

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই আয়াতে মোবারাকা সম্পর্কে বলেন: হানাফী ওলামায়ে কিরামগণ উক্ত আয়াত থেকে এই প্রমাণ বের করেন যে, কোরবানি ওয়াজীব। (তাফসীরে কবীর, ১১/৩১৮) হযরত আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আ'লুসী বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "অধিকাংশ (ওলামায়ে কিরাম) এই বিষয়ে একমত যে, নহর দ্বারা কোরবানির জবেহ করাকে বুঝানো হয়েছে এবং অনেকে কোরবানি ওয়াজীব হওয়ার প্রতি এই আয়াতকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

(তাফসীরে রূহুল মা'আনি, পারা-৩০, সুরা কাউসারের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩০/৬৬৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকা কোরবানির ফযীলত ও মাসআলায় ভরপুর। আসুন! কোরবানির ফযীলত সম্বলিত চারটি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

(১) "কোরবানি দাতার কোরবানির পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়।" **(তিরমিযি, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৯৮)**

(২) "যে খুশি মনে সাওয়াব লাভের নিয়্যতে কোরবানি করলো, তবে তা (সে কোরবানি) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।"

(আল মুজামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৩৬)

(৩) "হে ফাতেমা! নিজের কোরবানির পশুর নিকট উপস্থিত থাকো। কেননা, যখন এটার রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়বে, তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" **(আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৯ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯১৬১)**

(৪) "মানুষ কোরবানির ঈদের দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট (কোরবানির পশু যবেহের মাধ্যমে এর) রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই কোরবানির পশু কিয়ামতের দিন নিজের শিং, লোম এবং পায়ের খুর সহ উপস্থিত হবে এবং কোরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশী মনে কোরবানি করো।" **(তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৯৮)**

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "(কিয়ামতের দিন) কোরবানির পশুকে কোরবানি দাতার নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী হবে।" **(আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৬৫৪ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: "অতঃপর (কোরবানির পশুটি) তার জন্য বাহন হবে, যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি খুব সহজভাবে পুলসীরাত পার হয়ে যাবে এবং ঐ কোরবানির পশুর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোরবানি দাতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) বদলা হিসেবে গণ্য হবে।"

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩য় খন্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৭০। মিরআত, ২য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কোরবানির ফযীলতে শ্রবণ করলাম যে, কোরবানির ঈদে **আল্লাহ্ তাআলা** কোরবানির ফরয আদায়কারী সৌভাগ্যবানদের পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী দান করেন, কোরবানি দাতাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন, পশুর রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, কিয়ামতের দিন কোরবানিকে নেকীর পাল্লায় রাখলে তা ভারী হয়ে যাবে এবং কোরবানি দাতা তার পশুর উপর আরোহন করে পুলসীরাত অতি সহজে পাড় হয়ে যাবে। সুতরাং যে মুসলমান (নারী ও পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, মুকিম) নিসাবের অধিকারী হয় (অর্থাৎ সে ব্যক্তির নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য সমপরিমাণ টাকা বা ততটুকু পরিমাণ ব্যবসায়িক মাল-পত্র বা ততটুকু পরিমান সম্পদ তার মৌলিক চাহিদার চেয়ে বেশি থাকে এবং তার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** ঋণ (অর্থাৎ তার উপর হজ্ব ইত্যাদি ফরয না হওয়া) বা বান্দাদের এত ঋণ না থাকা, যা আদায় করতে গিয়ে বর্ণিত নিসাব বাকী থাকবে না, তবে এরূপ ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজীব। সুতরাং তার উচিৎ যে, সে যেন বিভিন্ন ছল-চাতুরী করে **আল্লাহ্ তাআলার** কহর ও গযবের হকদার না হয়।

মনে রাখবেন! কোরবানি ওয়াজীব হওয়ার পরও তা আদায় না করা গুনাহ এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ লোকের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: "যার উপর কোরবানি করার ক্ষমতা আছে, তারপরও সে কোরবানি করলো না, তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকট না আসে।" **(ইবনে মাযাহ, ৩/৫৬৯, হাদীস নং-৩১২৩)**

www.dawateislami.net

কর্জ করেও কি কোরবানি করতে হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা কোরবানি করার সামর্থ্য থাকা স্বত্তেও নিজের ওয়াজীব আদায় করে না, তাদের জন্য চিন্তার বিষয়। প্রথমত: এই ক্ষতিও বা কম কিসে যে, কোরবানি না করার কারণে এত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে এবং গুনাহগার ও জাহান্নামের হকদারও হলো। তাছাড়া কোরবানির গুরুত্বের অনুমান এই বিষয় থেকে করা যায় যে, যদি কোরবানি ওয়াজীব হয়, কিন্তু টাকা না থাকলে কর্জ **(Loan)** করে হলেও কোরবানি করবে, ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া ৩য় খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "যদি কারো উপর কোরবানি ওয়াজীব হয় এবং সেই সময় তার নিকট টাকা না থাকে তবে ঋণ করে বা কোন জিনিস বিক্রি করে কোরবানি করবে।"

মনে রাখবেন! যার উপর শরীয়াতের বিধি অনুযায়ী কোরবানি ওয়াজীব, তার উপর কোরবানি সম্পর্কে মাসআলা শিখাও আবশ্যক। বর্তমান যুগে ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে মুসলমানের একটি অংশ এই গুরুত্বপূর্ণ ফরযকেও সঠিকভাবে আদায় করতে পারে না। আমাদের সমাজে **(Society)** কিছু মানুষ এমনও আছে, যাদের দ্বীনি জ্ঞান এমন যে, একই ঘরে বসবাসরত একাধিক ব্যক্তি নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হওয়া স্বত্বেও পুরো ঘরের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কোরবানি দেয়া হয় এবং কোরবানির জন্য কেমন পশু হওয়া চাই? বা কিরূপ ত্রুটির কারণে কোরবানিই হবে না? এরা তা জানেই না এবং তারা কোরবানি করার পর এই খুশিতে থাকে যে, আমরাও সুন্নাতে ইব্রাহিম আদায় করেছি আর আমাদের ওয়াজীব আদায় হয়ে গেছে। অথচ তাদের যিম্মায় ওয়াজীব আদায় বাকী রয়ে গেছে। এজন্য কোরবানির আহকামের জ্ঞান থাকা নিতান্তই জরুরী। কোরবানির বিভিন্ন মাসআলা জানতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রচিত ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"ঘোড়ার আরোহী"** এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী। এই রিসালায় কোরবানির ফযীলত, কোরবানির ১২টি মাদানী ফুল, কোরবানির পদ্ধতি, ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, অনুমানের ভিত্তিতে মাংস বন্টনের কৌশল, জবেহ ও জবেহকৃতের ব্যাপারে সতর্কতা এবং চামড়া ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন, তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই রিসালাটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোডও (**Download**) করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও (**Print Out**) করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরবানির ঈদ বছরে শুধুমাত্র একবারই আসে, নিঃসন্দেহে এটি দুরত্ব মিটানো এবং আনন্দ বিলিয়ে দেয়ার এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। পবিত্র শরীয়াতে যেভাবে আমাদেরকে সাধারণ দিনগুলোতে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ফকীর-মিসকিনদের মঙ্গলকামনা, আনন্দ ও শোকের মুহুর্তে তাদের মন খুশি করা এবং কঠিন সময়ে তাদের সাহায্য করার উৎসাহ প্রদান করে, ঠিক এভাবেই কোরবানির ঈদের এই আনন্দঘন মুহুর্তেও তাদের মঙ্গলকামনা করা এবং তাদের জন্য কোরবানির মাংসে অংশ নির্ধারণ করাকে মুস্তাহাব (অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ) বলে ঘোষনা করা হয়েছে।

কোরবানির মাংস বন্টন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রিসালা **"ঘোড়ার আরোহী"** এর ২৬ পৃষ্ঠায় বলেন: (কোরবানি দাতা) কোরবানির মাংস নিজেও খেতে পারবে এবং অন্যান্য সম্পদশালী ব্যক্তি বা ফকীরকেও দিতে পারবে, খাওয়াতেও পারবে। বরং তা থেকে কিছু খাওয়া কোরবানি দাতার জন্য মুস্তাহাব। উত্তম হল, মাংসকে তিন ভাগ করা, এক ভাগ ফকীরদের জন্য, আরেকভাগ নিকট আত্মীয়দের জন্য এবং অপর ভাগ নিজের পরিবারের জন্য রাখা। যদি সব মাংস নিজে রেখে দেয় তখনও কোন গুনাহ নেই। আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: তিন ভাগ করা শুধুমাত্র মুস্তাহাব কাজ, আবশ্যক নয়। চাইলে সব মাংস নিজে রেখে দেবে বা সব নিকট আত্মীদেরকে দিয়ে দেবে বা সব মাংস মিসকিনদেরকে বন্টন করে দেবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/২৫৩)**

www.dawateislami.net

কিন্তু উত্তম এতে যে, এই বরকতময় দিনে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং ফকীর-মিসকিনদেরও নিজের আনন্দের সাথে অংশীদার করা এবং কোরবানির মাংস থেকে পরিবারের জন্য অংশ আলাদা করে বাকী মাংসগুলো ফকীর-মিসকিনদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা, যেন লোভ, কৃপণতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরা এবং গর্ব ও অহঙ্কারের মতো মন্দ দিকগুলো আমাদের থেকে দূরে থাকে আর আত্মীয়তার বন্ধন, ভ্রতৃত্বের বন্ধন এবং ভালবাসার সম্পর্ক যেন অটুট থাকে। তাছাড়া ফকীর ও মিসকিনদের দোয়াও যেন আমাদের নসীব হয়।

অনেক এলাকায় মুসলমানদের বসতীর পাশাপাশি অমুসলিমও থাকে, মনে রাখবেন! এদের কোরবানির মাংস দেয়া শরীয়াতে অনুমতি নাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের একটি কাজ "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয জ্ঞান অর্জনের জন্য, তাছাড়া নিজের মধ্যে দ্বীনের জন্য কোরবানি দেয়ার উৎসাহ জাগ্রত করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "মাদানী কাফেলা"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে সুন্নাতের প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলার বরকতে এই পর্যন্ত অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। যেহেতু এই মাদানী কাফেলা সাধারণত মসজিদেই অবস্থান করে, সেহেতু অসংখ্য মসজিদও এই মাদানী কাফেলার বরকতে আবাদ হয়েছে। মসজিদ আবাদ করা খুবই উত্তম একটি কাজ, হাদীসে পাকে আছে: "যখন কোন বান্দা যিকির ও নামাযের জন্য মসজিদকেই ঠিকানা বানিয়ে নেয়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি এমন খুশি হয় যে, যেমন লোক তার হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে নিজের কাছে পেয়ে খুশি হয়।"

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, ১/৪৩৮, হাদীস নং-৮০০)

আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

অস্থিসন্ধির রোগ এবং বে-রোজগার থেকে মুক্তি

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমি একদিকে বে-রোজগার ছিলাম, অপরদিকে অস্থিসন্ধির পুরোনো রোগে ভুগছিলাম, অভাব এবং প্রচন্ড ব্যাথার কারণে খুবই নিরাশ ছিলাম, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোন উপকার হয়নি। কোন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আগ্রহ তৈরী করলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে আশিকানে রাসূলের সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর এবং আশিকানে রাসূলের স্নেহভরা সংস্পর্শের বরকতে আমার অনেক দিনের পুরোনো অস্থিসন্ধির রোগ একেবারে চলে গেলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরার পর দ্বিতীয় দিনই এক ইসলামী ভাই আসলো এবং তিনি আমাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমার রোজগারের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এই বর্ণনা দেয়ার সময় পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এক বছর থেকেও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, আমার কাজ একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি এবং ব্যথাও আর ফিরে আসেনি।

ইয়া খোদা! নিকলো মে মাদানী কাফেলোঁ কে সাথ কাশ!
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে ওয়াস্তে ফির জলদ তর!
খুব খিদমত সুন্নাতোঁ কি হাম সদা করতে রহে,
মাদানী মাহোল এ্যয় খোদা হাম সে না ছুটে ওমর ভর।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-২৩৭-২৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈদুল আযহার বরকতের কথাই বা কি বলবো! এই দিনগুলোতে সুন্নাতে ইব্রাহিম আদায়ের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখার মতো, যেই সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা সুন্নাতে ইব্রাহিম আদায়ের নিয়্যতে নিজের পশু **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে কোরবানি করে, তারা গরীব ও মিসকিনদের মাংস পৌঁছিয়ে তাদের সাহায্যও করে থাকে। এমনিভাবে সেই গরীব ও মিসকিনরাও নিজেদের পরিবার ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সুস্বাদু খাবার দ্বারা মেহমানদারী করে থাকে। কোরবানির ঈদের সময়ে অধিকাংশ ঘরে মাংস অনেক জমা হয়ে যায়, আর এই মাংস গুলো জমা রাখার জন্য আমরা ডিপ ফ্রীজ **(Deep Freeze)** এর ব্যবহার করে থাকি,

www.dawateislami.net

কিন্তু এরপরও মাংস নষ্ট হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং অনেকদিন পর্যন্ত মাংস এবং খাবারের বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষন করার একটি উপায় শ্রবণ করুন।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর মধ্যে লিখেন: যদি কাঁচা মাংস বড় ডেক্সী কিংবা ঝুড়িতে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়, তাহলে ভিতরের অংশে শীতলতা **(Cooling)** কম পৌঁছার কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। তাই এটা সংরক্ষণের নিয়ম ভালভাবে বুঝে নিন, প্রথমে বাঁশের ঝুড়ির তলায় বরফ বিছিয়ে নিন, এরপর মাংস রাখুন এবার ঝুড়িটি ড্রিপ ফ্রিজে রেখে দিন। এভাবে করলে নিচে, উপরে ও ভিতরে চারিদিকে ঠান্ডাই ঠান্ডা থাকবে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না। (ফয়যানে সুন্নাত, ৪২৪ পৃষ্ঠা) তাছাড়া এ বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে "ডিপ ফ্রিজ" সঠিকভাবে কাজ করছে কি না। অনেক সময় গরমের দিনে বোল্ডটেজ **(Voltage)** কমে যাওয়ায় শীতলতা **(Cooling)** কম হয়ে যায় ও খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ অবস্থায় খাবারের বস্তুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে খোলা বাতাসের নিচেও রাখা যায়। মাংসকে দেয়াল ইত্যাদিতে ঠেস লাগানো ব্যতীত খোলা বাতাসে ঠাঙ্গিয়ে রাখাতে অনেকক্ষণ তাজা থাকতে পারে। যখনই রান্নাকৃত খাবার বা তরকারী ফ্রীজে রাখবেন তখন পাত্রের ঢাকনা অবশ্যই খুলে রাখবেন, যাতে শীতলতা ভিতরে পৌঁছতে পারে। ছোট পাত্র, থালা বা প্লাষ্টিকের ছোট থলেতে রাখা ভাল। খাবার ভর্তি বড় পাত্রের ভিতরে শীতলতা **(Cooling)** না পৌঁছার কারণে খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। বিশেষতঃ খিচুড়ী ও রান্না করা ডালের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অন্যথায় এগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত খাবার, যাতে টমেটো কিংবা টক জাতীয় বস্তু বেশি পরিমাণ হয়, তাও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মনে রাখবেন! ডাক্তারের গবেষণা অনুযায়ী ১০ দিনের চেয়ে বেশিদিন ফ্রীজের মাংস ডাক্তারী মতে **(Medically)** ক্ষতিকর। এজন্য চেষ্টা করুন যে, ১০ দিনে মধ্যেই মাংস ব্যবহার করে নেয়ার বা কাউকে দিয়ে দেয়ার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য অসংখ্য নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি নেয়ামতে বিভিন্ন ধরণের উপকারীতা নিহিত করেছেন, মাংসও তাঁর এক মহান নেয়ামত এবং এমনই রুচিশীল খাবার যে, যদি আমরা তা পরিমাণ মতো মধ্যম পন্থ অবলম্বন করে ব্যবহার করি, তবে আমরা সেই উপকারীতা অর্জনে সফল হয়ে যাবো। এর সবচেয়ে বড় উপকারীতা হচ্ছে, তা খাওয়াতে আমাদের সুন্নাতের উপর আমলের সাওয়াব অর্জিত হয়। কেননা, তা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা এবং তাঁর পছন্দনীয় খাবার গুলোর একটি।

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাংস পছন্দ ছিলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মাংস কানের শ্রবণশক্তি বাড়ায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে খাবারের সরদার। যদি আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে ফরিয়াদ করতাম যে, রোজ আমাকে মাংস খাওয়ান তবে অবশ্যই এরূপ করতেন।" **(ইত্তেহাফুস সা'দাত, কিতাবুল আদাবিল মা'শিয়াত, ৮/২৩৮)**

এছাড়াও কোরবানির ঈদের সময়ে মাংসের আধিক্যের কারণে সবজি এবং ডাল রান্না করা বা খাওয়ার প্রবণতা একেবারে কমে যায় আর মাংসের তৈরী খাবার বানাতে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়, সুতরাং মাংসের যে উপকারীতা আমাদের পাওয়ার ছিলো, মাংসের আধিক্যের কারণে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই। অতঃপর মাংস খোঁড়ির আপদে পরে আমার বাধ্য হয়ে ডাক্তার ও হাকীমের ধাক্কা খেতে থাকি, সুতরাং মাংসের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন আর মাংসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য এর পাশাপাশি সবজী ও **(Vegetable)** ব্যবহার করুন। আসুন! এবার মাংসের কিছু ঔষধি গুণ এবং বেশি খাওয়ার ফলে কি ক্ষতি, তা শ্রবণ করি।

মাংসের ঔষধি গুণ এবং বেশি খাওয়ার ক্ষতি

ডাক্তারের ভাষ্যমতে মাংস খাওয়াতে দৈহিক ৭০টি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এতে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি হয়ে থাকে, মাংস শরীরের রঙ উজ্জল করে, পেটকে বাড়তে দেয় না, চরিত্র ও অভ্যাসকে উত্তম বানিয়ে দেয়। গর্দানের মাংস উন্নত সুস্বাদু খাবার, তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং খুবই হালকা জাতীয় হয়।

www.dawateislami.net

সামনের পায়ের মাংস সবচেয়ে হালকা, সুস্বাদু, তাড়াতাড়ি হজম হওয়া এবং রোগ বালাই থেকে নিরাপদ হয়ে থাকে। পেছনের মাংস বিশেষকরে যদি পশু মোটা তাজা হয়, খুবই পরিমিত, সুস্বাদু, উন্নত ও পছন্দনীয় হয়ে থাকে, একটু গরম হয়ে থাকে এবং যদি ভালভাবে হজম হয়ে যায় তবে তা সব চেয়ে বেশি শক্তি বর্ধনকারী খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারনত ব্যবহারের জন্য ঝোল সহ মাংস উত্তম, আর সবচেয়ে উত্তম মাংস হচ্ছে ছাগলের মাংস, ছাগলের সামনের পা ও কাঁধের স্থানের মাংসের আঁশ তেমন মোটা হয় না এবং এই মাংস তাড়াতাড়ি গলে যায় এবং নরম হয়ে যায়, পিছনের মাংসের আঁশ রানের চেয়ে কম মোটা হয়, এতে রক্ত সৃষ্টিকারী উপকরণ পাওয়া যায়, মাংস শরীরে শক্তি বর্ধিত করে, মাংসের উপকারীতা পশু ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, ছাগলের মাংস পরিস্কার রক্ত সৃষ্টি করে, উগ্র মেজাজের লোকের জন্য উপকারী।

আসুন এবার অধিকহারে মাংস খাওয়ার ক্ষতিসমূহ শ্রবণ করি: মানুষের শরীরের জন্য সপ্তাহে দু-তিন (২-৩) বারের চেয়ে বেশি মাংস খাওয়া ক্ষতিকর, বড় পশুর (উট, গরু ইত্যাদি) মাংস অধিকহারে খাওয়াতে মাঁড়ি ও দাঁত নষ্ট হয়ে যায়, অধিকহারে মাংস ব্যবহারে কিডনীতে **(Kidneys)** ইউরিক এসিড **(Uric Acid)** বেড়ে যায়, যা কিডনী সহজে বের করতে পারে না, মাংসের অধিক ব্যবহার লিভারের **(Liver)** জন্যও ক্ষতিকর, অধিক পরিমানে মাংস খাওয়ার দরূন ক্যানসারের **(Cancer)** সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন নেয়ামত থেকে কম নয় যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁর অন্তরে মুসলমানদের জন্য শরীয়াতের ও চারিত্রিক পথনির্দেশনার উৎসাহ ভরে রয়েছে, এই কারণেই যে, তিনি তাঁর সুন্নাতে ভরা সংশোধন মূলক বয়ান এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরা মাদানী মুযাকারা ইত্যাদির মাধ্যমে মাঝে মাঝে নিজ মুরীদ ও

www.dawateislami.net

ভালবাসা পোষনকারীদের মাদানী প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন এবং তাদের শরীয়াতকে আকঁড়ে ধরার ভরপুর উৎসাহ প্রদান করতেই থাকেন। যেমন; যখন কোরবানির ঈদের আনন্দঘন মুহুর্ত আসে তখন তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত অসংখ্য ইসলামী ভাই নিজের পীর ও মুর্শিদ ও মাদানী মারকাযের ফরমানের প্রতি লাব্বাইক বলে নিজের মূল্যবান ব্যস্ততাকে কোরবানি দিয়ে কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করেন এবং মাদানী কাজের উন্নয়নে সহায়তা করেন, সুতরাং কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করার সময়ের অসতর্কতা সমূহে প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য কোরবানির চামড়া সংগ্রহকারীদের জন্য ২২টি নিয়্যত ও সতর্কতা সম্বলিত একটি মাদানী পুস্পাঞ্জলী দান করেছেন। আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"ঘোড়ার আরোহী"** এর ৪২ পৃষ্ঠা থেকে ২২টি নিয়্যত ও সতর্কতা সমূহ মনোযোগ সহকারে শুনি এবং আমল করার নিয়্যত করি।

কোরবানির চামড়া সংগ্রহকারীর জন্য ২২টি নিয়্যত এবং সতর্কতা

(১) **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করছি (২) প্রতিটি মূহুর্তে শরীয়াত ও সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরবো (৩) কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করবো (৪) লোকেরা যতই খারাপ আচরণ করুক, রাগান্বিত হওয়া এবং (৫) অসদাচারণ থেকে বিরত থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মান রক্ষা করবো (৬) কোরবানির চামড়া সংগ্রহের জন্য যতই ব্যস্ততা থাকুক শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া কোন নামাযের জামাআত তো দুরের কথা তাকবীরে উলাও ছাড়বো না (৭) পবিত্র পোষাক ইমামা শরীফসহ তেহবন্দ শপিং ব্যাগ ইত্যাদিতে নিয়ে নামাযের জন্য সাথে রাখবো। (প্রয়োজন বশত স্টল ইত্যাদিতেও রাখা যাবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা; জবেহের সময় নির্গত রক্ত নাজাসাতে গলিজা (কঠিন নাপাকী) এবং প্রস্রাবের মত অপবিত্র আর চামড়া সংগ্রহকারীর জন্য নিজের কাপড় পবিত্র রাখা খুবই কঠিন। **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: 'নাজাসাতে গলিজার হুকুম হচ্ছে, যদি কাপড়ে বা শরীরে এক দিরহামের চেয়ে বেশি লাগে, তবে তা পবিত্র করা ফরয।

www.dawateislami.net

পবিত্র না করে কোন নামায আদায় করলে তা হবে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় করা গুনাহের কাজ। আর যদি শরীয়াতের এই হুকুমকে হালকা মনে করে নামায পড়ে, তবে তা হবে কুফরী । আর যদি দিরহামের সমপরিমাণ হয়, তবে তা পবিত্র করা ওয়াজীব। তা পবিত্র না করে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। অর্থাৎ এমন নামায পূনরায় আদায় করা ওয়াজীব। ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় করলে গুনাহগার হবে। আর যদি নাপাকী দিরহাম থেকে কম হয়, তবে পবিত্র করা সুন্নাত। আর তা পবিত্র না করে নামায আদায় করা সুন্নাতের পরিপন্থী। এই নামায পূনরায় আদায় করে দেয়া উত্তম।) (৮) মসজিদ, ঘর, মাকতাব (অফিস), মাদরাসা ইত্যাদির ফ্লোর, চাটাই, কার্পেট ও অন্যান্য জিনিস সমূহকে রক্তাক্ত হওয়া থেকে বাচাঁবো (ওযুখানার ভিজা ফ্লোর বা পা রাখার জায়গা ইত্যাদির উপর রক্তাক্ত পা নিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং ওযু করতে গিয়ে খুব সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নতুবা অপবিত্রতার ময়লা এবং অপবিত্র পানির ছিটা, নিজেকে এবং অন্যান্যদেরকেও অপবিত্র করার সম্ভাবনা থাকে) (৯) রক্তাক্ত দূর্গন্ধময় কাপড় নিয়ে মসজিদে যাবো না (দূর্গন্ধ না হলেও অপবিত্র শরীর বা কাপড় নিয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। আঘাত, পোঁড়া, কাপড়, পাগড়ী, চাদর, শরীর বা হাত, মুখ ইত্যাদি থেকেও দূর্গন্ধ আসলে তখনো মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। **'ফয়যানে সুন্নাত'** ১ম খন্ডের ১২১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: 'মসজিদকে দূর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজীব। এজন্য মসজিদে কেরোসিন তেল জ্বালানো হারাম। মসজিদে দিয়াশলাই জ্বালানো হারাম।' এমনকি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: "মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়া জায়িজ নেই।" (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৮) অথচ কাঁচা মাংসের দূর্গন্ধ অনেকটা হালকা হয়ে থাকে। (১০) কলম, রসিদ বই, প্যাড, গ্লাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি পবিত্র জিনিসে অপবিত্র রক্ত লাগতে দিবো না। **ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া**, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: পবিত্র জিনিসকে (শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া) অপবিত্র করা হারাম। (১১) যে (ব্যক্তি) অন্য প্রতিষ্ঠানকে চামড়া দেওয়ার ওয়াদা করেছে, তাকে কুপরামর্শ দিবো না। সহজ পদ্ধতি হলো; ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আপনি পুরো বছর তার সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং নিজে প্রথমে গিয়ে চামড়া বুকিং করে রাখুন। (১২) নিজেদের নির্ধারিত চামড়া কোন সুন্নী প্রতিষ্ঠানের লোক যদি নেওয়ার জন্য না আসে বা

www.dawateislami.net

(১৩) ভুলে নিজের কাছে চলে আসে তবে সাওয়াবের নিয়্যতে ঐ প্রতিষ্ঠানে দিয়ে আসবো। (১৪) যে চামড়া দিবে তাকে সম্ভব হলে মাকতাবাতুল মদীনার কোন রিসালা বা লিফলেট উপহার হিসেবে পেশ করবো। (১৫) এমনকি তাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূ جَزَاكَ الله বলবো। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ; যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না, তবে সে **আল্লাহ্ তাআলা**রও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না।" (তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৬২) (১৬) চামড়া দাতার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং (১৭) মাদানী কাফিলায় সফর ইত্যাদির দাওয়াত পেশ করবো। (১৮) পরবর্তীতেও তার সাথে যোগাযোগ রেখে চামড়া দেওয়ার উপকারের বদলা হিসেবে তাকে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবো। (১৯) যদি সে মাদানী পরিবেশের সাথে আগে থেকে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তাকে মাদানী কাফিলার মুসাফির বা (২০) মাদানী ইনআমাতের আমলকারী বানাবো। (২১) কোন না কোন আরো মাদানী কাজের ব্যবস্থা করবো। (জিম্মাদারদের উচিত, পরবর্তীতে সময় বের করে চামড়া দাতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যাওয়া, এমনকি ঐসব দাতাদেরকে এলাকায় বা যেভাবে সম্ভব হয় একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত এবং লঙ্গরে রাসাঈল এর ব্যবস্থা করুন। লঙ্গরে রাসাঈলের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র চাঁদা থেকে নয় বরং আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।) (২২) কাছে বা দূরে যেখানেই চামড়া সংগ্রহের জন্য (অথবা স্টল বা যেকোন মাদানী কাজ করার জন্য) জিম্মাদার ইসলামী ভাই নির্দেশ দেয় তা নির্দ্বিধায় আনুগত্য করবো। (এইসব নিয়্যত সংখ্যায় অনেক কম, নিয়্যত সম্পর্কিত জ্ঞানী ব্যক্তি আরো অনেক নিয়্যত বের করে নিতে পারেন।)

মাদানী চ্যানেলের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার লক্ষ্যে, লোকেদের উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করানোর জন্য, গুনাহ এবং গোমরাহির বন্যা থেকে বাঁচানোর জন্য প্রায় ১০৩টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে **মাদানী চ্যানেল**।

www.dawateislami.net

✪ মাদানী চ্যানেল এর মাধ্যমে খোদাভীতি ও ইশকে রাসূলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখার বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছানোর কাজ চলমান। ✪ মাদানী চ্যানেল আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ইসলামের বার্তাকে অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহীভাবে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছিয়েছে, যেখানে এই চ্যানেল ছাড়া আর কোন উপায় অবলম্বন খুবই কঠিন ছিলো। ✪ মাদানী চ্যানেল ঐরূপ ১০০% (শতকরা ১০০ভাগ) ইসলামী চ্যানেল, যাতে মহিলা দেখানো হয় না, এরই প্রেক্ষিতে একে এক আইডিয়াল ইসলামীক চ্যানেল বলা যায়। ✪ মাদানী চ্যানেল র্নিলজ্জতা, অশ্লীলতা ও নগ্নতার হাওয়ায়, বেঁকে যাওয়া সামাজিক মূল্যবোধের সংশোধনের জন্য জলন্ত প্রদীপের ভূমিকা পালন করছে। ✪ মাদানী চ্যানেলে আক্বীদা ও ইবাদত, চারিত্রিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন মাসআলা অত্যন্ত সতর্কতা ও দায়িত্ববোধ সহকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। আপনাদের নিকট মাদানী অনুরোধ হচ্ছে, **মাদানী চ্যানেল** দেখতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হাজারো সুন্নাত শিখা এবং এর উপর আমল করার উৎসাহ পাওয়ার পাশাপাশি সিনেমা, নাটক, গান, বাজনা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার আর ইশকে রাসূলে ডুবে থাকার মানসিকাতা তৈরী হবে।

মাদানী চ্যানেলের তরে নেকীর দাওয়াত প্রসার হোক,
সারা দুনিয়ায় ইয়া খোদা! দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে যাক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারর্মম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজ আমরা কোরবানির ফযীলত ও মাসআলা সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করলাম ✪ কোরবানি হচ্ছে সুন্নাতে মুহাম্মদী এবং সুন্নাতে ইব্রাহিমী। ✪ কোরবানি দাতা সৌভাগ্যবানকে পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে এক একটি নেকী অর্জিত হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। ✪ কোরবানি যদি সাওয়াবের নিয়্যতে করে তবে সেই কোরবানি জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে। ✪ কোরবানি দাতার জন্য গুনাহ ক্ষমা হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

www.dawateislami.net

✪ কোরবানির মাংস দ্বারা গরীব আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ফকীর-মিসকিনদের মন খুশি করার মতো মহৎ সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। ✪ কোরবানি দাতার দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা নসীব হয়।

যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** কোরবানি করার সামর্থ্য দিয়েছেন, তার উচিৎ যেন অবশ্যই একনিষ্টতা সহকারে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে কোরবানি করা, যেন **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির ভাগীদার হতে পারে।

সম্মিলিত কোরবানী:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে বিভিন্ন স্থানে "সম্মিলিত কোরবানী"রও ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সম্মিলিত কোরবানীতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার শহরের মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় **দা'ওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করুন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের তাঁর দ্বীনের জন্য জান, মাল ও সময় কোরবানি দেয়ার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

সুন্নাতকে মোতাবেক মে হার এক কাম করোঁ কাশ,
তু পেকরে সুন্নাত মুঝে আল্লাহ! বানাদে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-১১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মুসাফাহার (হাত মিলানোর) সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে মুসাফাহার (হাত মিলানোর) কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হলো: ✪ "যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।" **(আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬৭৬)** ✪ যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪)** ✪ দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ✪ বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, ✪ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন।) ✪ দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হয়। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬, হাদীস নং- ১২৪৫৪)** ✪ উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। ✪ হাত মিলানোর পর স্বয়ং নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বন কারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত)** ✪ যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে তাহলে দেখাও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো পাওগে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিরে চলে, কাফেলে মে চলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্** তাআলা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net